সূচীপত্র

ভূমিকা.....৮

মক্কা মুকাররামা [১১–১১৬]

কুরআনে বর্ণিত মক্কা মুকাররামার নামসমূহ..... ১২
মক্কা মুকাররামার ফযীলত ১৮
ইবরাহীম আ.-এর হাতে গড়া মক্কা শহর..... ২২
বাইতুল্লাহ শরীফের প্রথম নির্মাণ ও একটি ভুলের সংশোধন..... ২৬
তাইরান আবাবীল..... ৩৫
কুরাইশ কর্তৃক বাইতুল্লাহ শরীফের পুনঃনির্মাণ ৪৫
আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রা. কর্তৃক বাইতুল্লাহ শরীফের পুনঃনির্মাণ... ৫০
- বাইতুল্লাহ দেখে কী পড়বে?.....৫৬
- তাওয়াফের ফযীলত.....৫৭
- তাওয়াফকারীর উপর আল্লাহর রহমত ৫৯

জমজম ৬০
- আবদুল মুত্তালিবের জমজম আবিষ্কার ৬২
- জমজম কূপের নাম.....৬৫
- জমজমের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য.....৬৯

সাফা ও মারওয়া ৯১
হাজারে আসওয়াদ ৯৫
- হাজারে আসওয়াদের ফযীলত ৯৫

মাকামে ইবরাহীম ১০১
- ইবরাহীম আ.-এর পদচিহ্ন ১০৪
- ইবরাহীম আ.-এর পদচিহ্নের নমুনা..... ১০৫

মাকামে ইবরাহীমের ফযীলত..... ১০৭

- মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামাজ.....১১৬

মদীনা তাইয়িবা [১১৭-২৪২]

মদীনা তাইয়িবা ১১৮
- মদীনা তাইয়িবার নাম..... ১২২
- মদীনা তাইয়িবার মর্যাদা ও ফযীলত ১২৫
- মদীনার প্রতি নবীজি ﷺ-এর ভালোবাসা.. ..... ১৩৫

মদীনার বৈশিষ্ট্য ১৩৮
- মদীনা তাইয়িবাও 'হারাম'-এর অন্তর্ভুক্ত..... ১৪৫
- মদীনা তাইয়িবায় মৃত্যুবরণকারীর জন্য সুপারিশ ১৪৬

নবী ﷺ-এর আবাসভূমি : হিজরতের প্রেক্ষাপট ১৫০

নবীজি ﷺ মদীনার পথে ১৬৪
- সাওর গুহায় তিন দিন..... ১৭৪

মদীনা অভিমুখে আলোর যাত্রা ১৭৫

কাফেলা এখন মদীনার কাছাকাছি..... ১৭৮
- অবশেষে মদীনায়... ..... ১৮০

একটি ঐতিহাসিক রহস্য-সূত্র ১৮৬

মসজিদে নববীর নির্মাণ ১৯০

মসজিদে নববীর ফযীলত ১৯৫

রওজা শরীফ : ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল.....২০১

রওজা শরীফ : যুগে যুগে চক্রান্তের কবলে..... ২০৩
- মদীনার বিরল বৈশিষ্ট্য..... ২০৯

হায়াতুন্নাবী ২১৩

ওসীলার মাসআলা ২১৭

মক্কা মুকাররামা

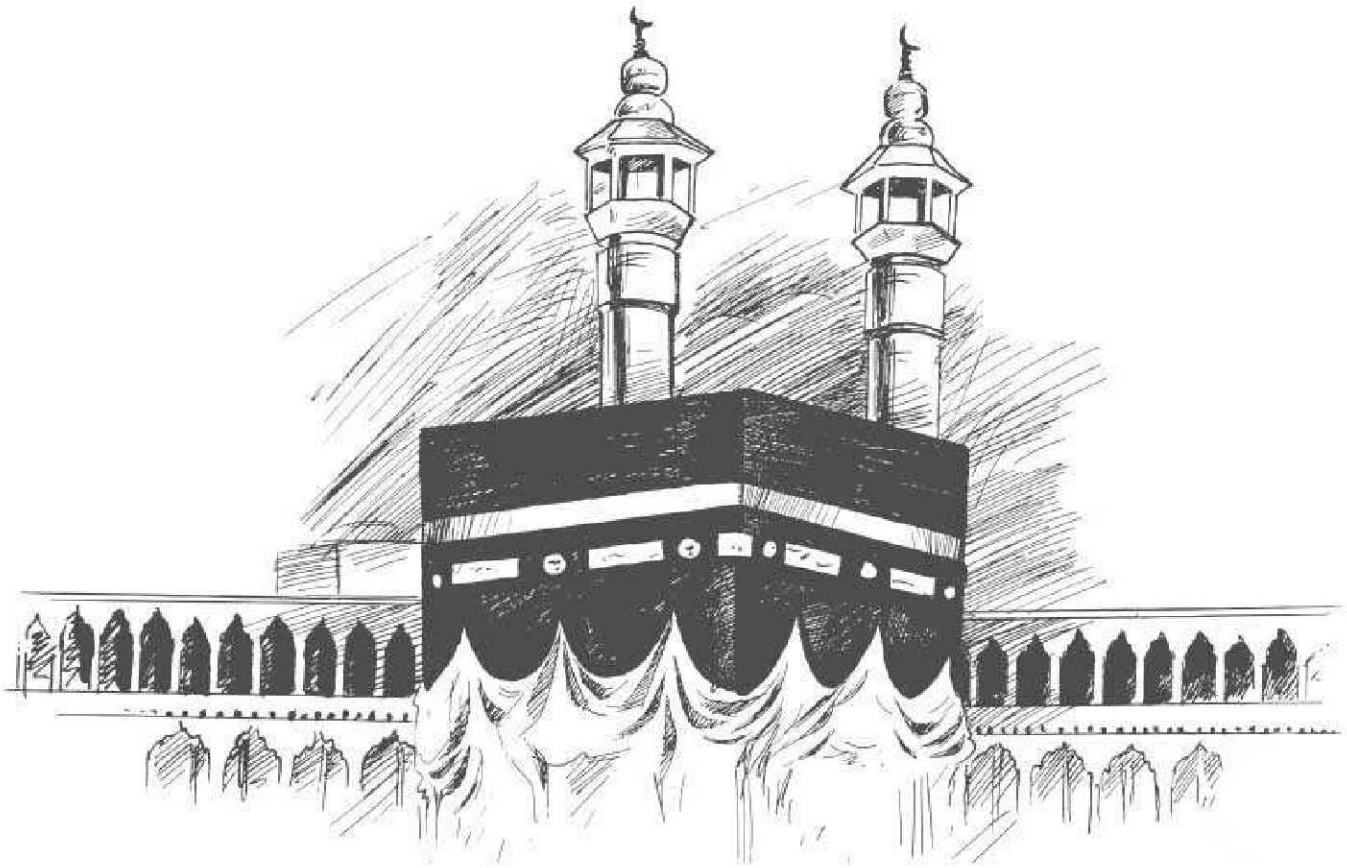

কুরআনে বর্ণিত মক্কা মুকাররামার নামসমূহ

মক্কা মুকাররামা। মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র। পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফ সেখানে অবস্থিত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে পবিত্র এই মক্কা মুকাররামার অনেক নাম উল্লেখ করেছেন!

দেখুন—

১. মক্কা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكَ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ

> 'তিনিই মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন, তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর।'[১]

'মক্কা' শব্দের অর্থ, শেষ করে দেওয়া। এই শহর যেহেতু মানুষের গুনাহ শেষ করে দেয়, এজন্য তাকে 'মক্কা' নামে নামকরণ করা হয়েছে।

'মক্কা' শব্দের আরেকটি অর্থ ধ্বংস করে দেওয়া। এই শহরে কোনো মানুষ জুলুম করলে এই ভূমি তাকে ধ্বংস করে দেয়। এজন্যই তাকে 'মক্কা' নামে অভিহিত করা হয়।

২. বাক্কাহ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ

[১] সূরা ফাতহ : ২৪।

> 'নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটি এই ঘর—যা বাক্কায় অবস্থিত, এবং পুরো বিশ্বের মানুষের জন্য হিদায়াতের উৎস এবং বরকতময়।' [১]

'বাক্কাহ' শব্দের অর্থ চূর্ণ-বিচূর্ণ করা। এই শহর অহংকারীদের দৌরাত্ম্য বিচূর্ণ করে দেয়। এজন্য তাকে 'বাক্কাহ' বলা হয়।

৩. উম্মুল কুরা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

> 'এমনিভাবে আমি আপনার উপর আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি উম্মুল কুরা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন।'[২]

৪. আল-বালাদ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ ءَامِنا

> 'যখন ইবরাহীম বললেন, হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন।'[৩]

উল্লেখ্য, আয়াতে 'এই শহর' দ্বারা মক্কা মুকররামা উদ্দেশ্য।[৪]

৫. আল-বালাদুল আমীন

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

[১] সূরা আলে ইমরান : ৯৬।
[২] সূরা শুরা : ৭; সূরা আনআম : ৯২।
[৩] সূরা বাকারা : ১২৬; সূরা ইবরাহীম : ৩৫।
[৪] যাদুল মাসীর : ৮/২৫০।

رَبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

'হে পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে আপনার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদের উদ্দেশ্যে দিয়েছি।' [১]

৯. মাআদ

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলেন—

إِنَّ الَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

'যিনি আপনার প্রতি কুরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন।'[২]

১০. কারইয়াহ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ

'যে জনপদ আপনাকে বহিষ্কার করেছে, তদপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি!'[৩]

১১. আল-মাসজিদুল হারাম

কুরআনে কারীমে শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে—

(১.২.) দুইবার কেবলা পরিবর্তন বিষয়ক আয়াতে :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

'আপনি যেখান থেকেই বের হন, আপনার মুখ ঘোরান মসজিদুল হারামের দিকে।'[৪]

[১] সূরা ইবরাহীম : ৩৮।
[২] সূরা আনকাবূত : ৮৬।
[৩] সূরা মুহাম্মাদ : ১৩।
[৪] সূরা বাকারা : ১৪৯।

তাইরান আবাবীল

আবরাহার বাহিনীর ঘটনা মক্কা মুকাররামার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের এক চরম বাস্তবতা এবং বাইতুল্লাহ শরীফের মর্যাদা ও সত্যতার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঘটনার শুরু যেভাবে :

আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম আ.-এর হাতে নির্মিত হয় বাইতুল্লাহ শরীফ। নির্মাণকার্য শেষ হলে আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম আ. সবাইকে হজের দাওয়াত দেন। জাবালে আবূ কুবাইসের উপর চড়ে তিনি আহ্বান করেন—

يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه

'হে দুনিয়াবাসী, আল্লাহ তাআলা একটি ঘরকে তার নিজের ঘর বলে মর্যাদা দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা তার হজ করতে এসো।'[১]

আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আ.-এর আহ্বানকে তৎকালীন পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেন। হাফিয ইবনু কাসীর রহ. লেখেন—

إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض. وأسمع من في الأرحام والأصلاب

'দুনিয়ার উঁচু উঁচু পাহাড় মাথা নীচু করে ফেলল, এবং ইবরাহীম আ.-এর আহ্বান দুনিয়ার আনাচে-কানাচে পৌঁছে গেল। এমনকি, মায়ের গর্ভে কিংবা বাবার ঔরষে থাকা সন্তানরাও তা শুনতে পেল।'[২]

সেই তখন থেকেই হজের শুরু। যুগ-যুগ ধরে দিগ্বিদিক থেকে মুসলিম নর ও নারীরা দলে-দলে ছুটে আসতে লাগল আল্লাহর ঘর যিয়ারত করতে। কেউ বাঁধ সাধল না কাউকে। কেউ হজ নিয়ে ঘৃণ্য কোনো চক্রান্তও করেনি তখনো পর্যন্ত। একসময় এক আনাড়ি এসে বন্ধ করে দিতে উদ্যত হলো ইতিহাসের এই ধারাক্রম। শুরু করল চক্রান্তের নীল নকশা বোনা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা

[১] তাফসীরে ইবনু কাসীর : ৫/ ৪২৫।
[২] তাফসীরে ইবনু কাসীর : ৫/ ৪২৫।

মাকড়শার জালের তুল্য তার এই দুর্বল চক্রান্তকে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন। নিজের ঘরের পাশে রচনা করলেন ওই সকল চক্রান্তকারীর কবরস্থান। নিজ ঘরকে ঘিরে ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায় জীবিত রাখলেন মানুষের মুখে মুখে। কী ইতিহাস? চলুন ইতিহাসের পাতা থেকেই তা জেনে নেওয়া যাক।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্মের কিছুদিন আগের ঘটনা। ইয়েমেনের গভর্নর তখন আবরাহা নাম্নী এক বাদশাহ। তৎকালে ইয়েমেন ছিল হাবশার অধীনে। আর হাবশার বাদশাহকে বলা হতো 'নাজাশী'। তো সে যুগের 'নাজাশী'কে খুশি করার জন্য আবরাহা অতুলনীয় একটি ভবন নির্মাণ করল। আবরাহা স্বয়ং নাজাশীকে বলল—

إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها

'আমি আপনার জন্য এমন একটা মনোরম ও সুদর্শন ভবন তৈরি করব, ইতোপূর্বে যা কেউ নির্মাণ করেনি।'[১]

ইয়েমেনের সানআ এলাকায় সে মনোরম সেই ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করল। হাফিয ইবনু কাসীর রহ. সেই ভবন সম্পর্কে লেখেন, 'ভবন ছিল সুউচ্চ, খুঁটি ছিল সুরম্য, এবং চতুর্পাশ স্বর্ণে সুসজ্জিত।'[২]

নির্মানকার্য চলমান অবস্থায় সে ইয়েমেনবাসীর সাথে অত্যন্ত নিকৃষ্ট আচরণ করল। তাদেরকে নিজের সেবাদাসে পরিণত করল। হাফিয ইবনু কাসীর রহ. লিখেছেন—'প্রত্যুষেই কাজ শুরু হতো। সূর্যোদয়ের আগে কেউ কাজ শুরু না করলে সে তার হাত কেটে দিত।'[৩]

এবং ভবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রানী বিলকীসের সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত রাজ-প্রাসাদ থেকে স্বর্ণ, মুক্তা ও সুন্দর-সুন্দর বিভিন্ন পাথর নিয়ে আসল।[৪]

ভবন নির্মান সমাপ্ত করার পর মানুষ চমকে গেল। আরবের সাধারণ মানুষেরা ইতোপূর্বে এত সুরম্য, সুন্দর ও মনোরম ভবন আর দেখেনি। তাই তারা তার নাম দিয়ে দিল 'কুল্লাইস।' 'কুল্লাইস' শব্দটি আরবী 'কালানসুওয়াতুন' শব্দের অপভ্রংশ। 'কালানসুওয়াতুন' অর্থ টুপি। হাফিয ইবনু কাসীর রহ.-এর মতে

[১] তাফসীরে ইবনু কাসীর : ৮/ ৪৫৪।
[২] তাফসীরে ইবনু কাসীর : ৮/ ৪৫৪।
[৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১/ ১৮১।
[৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১/ ১৮১।